দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 6 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# শারীরিক শিক্ষা ঐচ্ছিক কেন?

মাধ্যমিক স্তরে শারীরিক শিক্ষাকে সরকার ঐচ্ছিক বিষয় করায় বিপাকে পড়েছেন শারীরিক শিক্ষার শিক্ষকরা। একইসঙ্গে এ শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরাও এখন চরম হতাশ। এদিকে শারীরিক শিক্ষা কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তিতে এরই মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। সরকারি অর্থায়নে সরকারি কলেজগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা গেলেও বেসরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজগুলো বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গত বছরের ২৬ জুলাই জেলা প্রশাসক সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মুক্ত আলোচনায় শারীরিক শিক্ষাকে বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়। এরই ফলে সরকার বিষয়টিকে ঐচ্ছিক করার সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ বিষয়টির কোনো নম্বর আর সার্টিফিকেট বা স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় যুক্ত হবে না! সরকারের এই সিদ্ধান্তের পর এ বিষয়টি শিক্ষা কারিকুলামে আদৌ থাকবে কি না বা থাকলেও স্কুলগুলো এ বিষয়ে পড়াতে আগ্রহী হবে কি না তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা-কল্পনা। অনেক স্কুল এরই মধ্যে এ বিষয় না পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অভিভাবকরাও বলছেন, যার কোনো নম্বর যুক্ত হবে না তা পড়ে অপ্রয়োজনীয় সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। অথচ শারীরিক শিক্ষা যে-কোনো মানুষের জন্য প্রয়োজন। এটিকে পাঠ্যসূচিতে না রাখলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের থেকে উদ্যোগ নিয়ে তা করবে না। ফলে শিক্ষার সব পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষা থাকা প্রয়োজন।

শারীরিক শিক্ষা কলেজ থেকে ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল অ্যাডুকেশন (বিপিএড) কোর্স করার পর তদের চাকরির জন্য বিশেষ কষ্ট করতে হতো না। কারণ সারা দেশে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কম। কিন্তু শিক্ষকতা পেশায় এ বিষয়ের ব্যাপক চাহিদা থাকায় কোর্স করার পর শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য বেকার বসে থাকতে হতো না। তবে শিক্ষকতা বিষয়ে সুযোগ কমে গেলে এর শিক্ষার্থীদেরও চাকরির বাজার সীমিত হয়ে যাবে। যা এ শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহকে হ্রাস করবে। তাই শারীরিক শিক্ষাকে ঐচ্ছিক না করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**মেনহাজুল ইসলাম তারেক**
রাজাবাসর (মুন্সিপাড়া), পার্বতীপুর,
দিনাজপুর ৫২৫০